যুগান্তর

তারিখ ... 11 MAR 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

মন্ত্রণালয় হ্রাসের সুপারিশ

সরকারের জনবল সুষমকরণ সংক্রান্ত সচিব কমিটি সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব বরাবরে যেই রিপোর্ট পেশ করিয়াছে তাহার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ১৫টি হ্রাস করিবার সুপারিশ। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসিবার পর বিগত দুই সরকারের আমলে প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে গঠিত কমিশন ও কমিটিসমূহের রিপোর্ট পর্যালোচনা করিয়া সুপারিশমালা প্রণয়ন করিবার জন্য এক সদস্যের সচিব কমিটি গঠন করিয়াছিল। উক্ত সচিব কমিটি কৃষি, মৎস্য ও পশুসম্পদ এবং বন মন্ত্রণালয় মিলাইয়া 'কৃষি, বন ও পশুসম্পদ' মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় মিলাইয়া একটি 'খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা' মন্ত্রণালয়, বস্ত্র, বাণিজ্য, শিল্প ও পাট মন্ত্রণালয় মিলাইয়া একটি 'শিল্প ও বাণিজ্য' মন্ত্রণালয় করিবার সুপারিশ করিয়াছে। ইহা ছাড়া সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় মিলাইয়া একটি, শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় লইয়া একটি, সংস্কৃতি এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় লইয়া একটি, টেলিযোগাযোগ ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয় মিলাইয়া একটি, নৌ-পরিবহন এবং বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রণালয় মিলাইয়া একটি মন্ত্রণালয় গঠনের সুপারিশ করা হইয়াছে। সচিব কমিটির সুপারিশে ১৭টি দফতর বিলুপ্ত এবং ২৫টি দফতর অন্যান্য দফতরের সহিত একীভূত করিবার কথা বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া সরকারি কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স, উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পদে নিয়োগ, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদোন্নতির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধনের সুপারিশও সচিব কমিটির রিপোর্টে রহিয়াছে। দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক অপচয় রোধের স্বার্থে সরকারের আকার ছোট করা এখন বিশ্বব্যাপী আলোচিত ইস্যু। আমাদের দেশে মন্ত্রী পর্যায় হইতে শুরু করিয়া সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী স্তরে বাড়তি জনবলে কাজের গতি বাড়াইবার পরিবর্তে পদে পদে স্থবিরতা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। বিষয়টি দৃষ্টিকটুভাবে প্রকট হইলেও যথাযথ সংস্কার সাধনের কোন পদক্ষেপ এই পর্যন্ত লওয়া হয় নাই। মূলত বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য দাতাগোষ্ঠী বাড়তি জনবল ও বাড়তি খরচ কমাইবার জন্য অব্যাহতভাবে চাপ প্রয়োগ করিতে থাকায় বিগত দুইটি সরকারের আমলে এই ব্যাপারে কমিটি এবং কমিশন গঠন করা হইয়াছিল। কিন্তু সেই সকল কমিটি এবং কমিশনের সুপারিশ আলোচনা ও পর্যালোচনা করিতে করিতে সময় পার হইয়া গিয়াছে। উহারা আর বাস্তবের মুখ দেখে নাই। বর্তমান সচিব কমিটির রিপোর্টও শেষ পর্যন্ত কী দশাপ্রাপ্ত হয় তাহা লইয়া সংশয় প্রকাশ অযৌক্তিক হইবে না। কারণ সুপারিশমালা প্রণয়ন ও যথাস্থানে পেশ করিবার পাশাপাশি এক সদস্যের সচিব কমিটি আরও একটি সুপারিশ করিয়াছে। তাহা হইল, কমিটির সুপারিশগুলি বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রশাসনিক দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগ সৃষ্টি করা। এই বিভাগ কবে 'সৃষ্টি' হইবে এবং সৃষ্টি হইবার কতদিন পর কাজ শুরু করিবে, সেই কাজ সম্পন্ন হইতে কত সময় লাগিবে তাহা অনুমান করা কঠিন। অবশ্য মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন দফতরের সংখ্যা হ্রাস ও পরস্পরের সহিত একীভূত করার সুপারিশ আমরা বাস্তবসম্মত মনে করি। এই সকল সুপারিশ দ্রুত বাস্তবায়ন করা সরকারি কাজে গতি সঞ্চার ও অপচয় রোধের জন্য অতিশয় জরুরি। তবে মেদ কমাইতে গিয়া যাহাতে অপুষ্টির শিকার হইতে না হয় সেইদিকেও নজর রাখিতে হইবে। সাদা চোখে আমরা দেখি যে, অতীতে তুলনামূলকভাবে অনেক কম মন্ত্রী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী লইয়া সরকারি কাজকর্ম চালানো হইয়াছে। সেই সময়ের তুলনায় এখন পদ এবং জনসংখ্যা স্ফীত হইলেও কাজের দক্ষতা ও গতি বাড়ে নাই, বরং ভিড় আক্রান্ত প্রশাসনে প্রয়োজনে জবাবদিহি করিবার জন্য কাহাকেও বুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রীর সংখ্যা হ্রাসের মধ্য দিয়া সচিব কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের শুভ সূচনা হইতে পারে।